**ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডেমু)**

**কমিউটার ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা, বুধবার, ১১ বৈশাখ ১৪২০, ২৪ এপ্রিল ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে কমিউটার ট্রেন সার্ভিসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশের ট্রেন সার্ভিসের ইতিহাসে আজ একটি অনন্য দিন। আজ থেকে আধুনিক ও দ্রুতগতির কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু হচ্ছে। দুই সেট ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট দিয়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে এ ট্রেন সার্ভিস চালু হচ্ছে।

ডেমু ট্রেন প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার উন্নত দেশে বিদ্যমান ট্রেন সার্ভিস দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এর ফলে সময় সাশ্রয় হবে এবং ট্রেন যাতায়াতে মানুষের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের যাত্রীদের আসা-যাওয়া সহজতর, দ্রুততর ও আরামদায়ক হবে। দক্ষিণ ঢাকার যানজটও অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

আমরা প্রায় ৪৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ সেট ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট আমদানি করছি। আগামী দুই মাসের মধ্যে সবগুলো ডেমো দেশে আসবে।

 ধাপে ধাপে ঢাকা-জয়দেবপুর, চট্টগ্রাম নগরীতে সার্কুলার ট্রেন, চট্টগ্রাম, লাকসাম, কুমিল্লা, আখাউড়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট মিটারগেজ রেলপথে ডেমু ট্রেন চালু করা হবে।

সুধিমন্ডলী,

ট্রেন সার্ভিস বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী যোগাযোগ ব্যবস্থা। ব্রিটিশ আমল থেকেই দেশজুড়ে ট্রেন নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। মানুষ কম খরচে ও নিরাপদে বিভিন্ন গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারে। গ্রামের মানুষও উপকৃত হয়। বিএনপি-জামাত জোটের তা পছন্দ হয়নি। কারণ, এতে তাদের বাস-ট্রাক ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তারা একে একে ট্রেন সার্ভিস বন্ধ করে দেয়। এমনকি লাভজনক রুটগুলোতেও সার্ভিস বন্ধ করে দেয়। অবহেলার কারণে রেলওয়েতে লোকসানের বোঝা বাড়ে।

ছিয়ানব্বই সরকারের সময় আমরা বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেল সংযোগসহ ১০০ কিলোমিটার নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে রেলের নতুন জাগরণ শুরু করি। বর্তমান সরকারের চার বছরে রেলওয়েকে জাগিয়ে তুলেছি। লোকসান কমতে শুরু করেছে।

আমরা রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। অনেক বন্ধ রেললাইন চালু, নতুন রেললাইন ও ডাবল লাইন নির্মাণ করেছি। প্রায় ১৮ হাজার ৩১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮টি নতুন প্রকল্প এবং ৫ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি সংশোধিত প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

৩৫ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং ১৮০ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসন করা হয়েছে। ঢাকা-রংপুর লাইনে রংপুর এক্সপ্রেস, ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনে চট্টলা এক্সপ্রেসসহ ২২ জোড়া নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন রুটে ২০ জোড়া ট্রেন সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১০১ কিলোমিটার রেলপথ মিটার গেজ থেকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর করা হয়েছে। ৩০০টি রেল ব্রীজ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। যাত্রীসেবা উন্নয়নে ৮৬টি রেলওয়ে স্টেশন পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। ৯টি লোকোমোটিভ ও ৫৫টি ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও ৪টি লোকোমোটিভ ও ২৭৭টি ওয়াগন সংস্কার করা হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে নতুন রেলপথ নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেললাইন পুনর্বাসন করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও টঙ্গী ভৈরববাজার ডাবল রেললাইন নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশকে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ভারতের ১০০ কোটি ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় প্রায় ৬৫ কোটি ডলার ব্যয়ে রেলওয়ের ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে গত মাসে ২টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ এবং ২০টি ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে।

ই-টিকেটিং কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও টিকিট প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইন্টারনেটে ট্রেনের তথ্যাদি জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা সড়ক ও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। সড়ক ও জনপথ বিভাগ ও এলজিইডি'র মাধ্যমে ২০ হাজার ৯০৪ কিলোমিটার সড়ক ও ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৮৮ মিটার ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বরিশালে দপদপিয়া নদীর ওপর শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ডেমরায় সুলতানা কামাল সেতু, কয়রা সেতু, তিস্তা সেতু, শাহ আমানত সেতুসহ ১৩টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। আরও আটটি বৃহৎ সেতু নির্মাণাধীন আছে।

ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদী খনন করা হচ্ছে। এর ফলে নদীগুলো নাব্যতা ফিরে পাচ্ছে। নদীগর্ভে বিলীন হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত পাচ্ছে। নৌ-বন্দরগুলোর কার্যক্ষমতা বেড়েছে।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। গ্রাম পর্যন্ত ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে বিনিয়োগের উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আশপাশের দেশগুলো থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুবিধা বেশী থাকায় বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। চার বছরে ৩৯২ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে। ২০১২ সালে সর্বোচ্চ ১১৬ কোটি ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে।

বিএনপি-জামাত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। ট্রেনে আগুন দিচ্ছে। রেললাইন উপড়ে ফেলে দিচ্ছে। বিভিন্ন নাশকতা চালাচ্ছে। এর ফলে বিদেশী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হচ্ছে।

এই অপশক্তি দেশের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে চায়। আর্থ-সামাজিক সব দিক থেকে দেশকে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চায়।

দেশপ্রেমিক প্রতিটি মানুষই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়। দেশের অগ্রগতি চায়। তাই জনগণ বিএনপি-জামাত জোটের সব ষড়যন্ত্র রুখে দেবে।

সুধিমন্ডলী,

বর্তমান সরকার কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি খাতেই ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করেছে। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামীণ বেকারত্ব ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। গত বছর ১ হাজার ৪১৬ কোটি ডলার রেমিটেন্স এসেছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামের শ্রমজীবীদের আয় কয়েকগুণ বেড়েছে। ধনী-গরীব বৈষম্য কমেছে। পাঁচ কোটির বেশী মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

বাঙালি জাতির এই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো।

আসুন, সকলে মিলে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করি।

এ আশা ব্যক্ত করে আমি ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট কমিউটার ট্রেন সার্ভিস এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।